


প্রাথমিক পরিচিতি Introduction to Finance



ভূমিকা

অর্থায়নের পরিধি অনেক বিস্তৃত। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ ছাড়া যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আর্থিক কার্যাবলী সম্পন্ন যায় না ঠিক তেমনিভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানও অর্থ ছাড়া চলতে পারে না। তাই অর্থকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জীবনীশক্তি বলা হয়। সাধারণত অর্থ বলতে নগদ অর্থ বা ব্যাংকে জমা করা অর্থকে বোঝানো হয়। কিন্তু ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে অর্থ বলতে শুধু নগদ অর্থকে বোঝায় না, অর্থাৎ প্রকাশিত যেমন: চেক, শেয়ার, বন্ড বা ঋণপত্র, প্রাপ্য বিল, প্রাইজবন্ড ইত্যাদিও অর্থের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ, অর্থ ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ, সংরক্ষণ এবং এ সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলা হয়। এই ইউনিটে আপনারা অর্থায়নের ধারণা, আওতা ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। তাহলে এবার আসুন, ইউনিটের পাঠগুলো শেষ করি এবং বিষয়গুলো জেনে নিই।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ
--	---------------------	---------------------------------------

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-১.১	: অর্থায়নের ধারণা, ক্রমবিকাশ ও স্বরূপ
পাঠ-১.২	: অর্থায়নের কার্যাবলি, ভূমিকা ও সামগ্রিক অর্থনীতির কাঠামো
পাঠ-১.৩	: অর্থায়নের নীতিসমূহ, লক্ষ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অর্থায়ন

মূখ্য শব্দ	অর্থায়নের ধারণা, অর্থায়নের ক্রমবিকাশ, পারিবারিক অর্থায়ন, সরকারি অর্থায়ন, ব্যবসায় অর্থায়ন, অর্থায়নের নীতি, অর্থায়নের লক্ষ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতা।
------------	--

পাঠ-১.১

অর্থায়নের ধারণা, ক্রমবিকাশ ও অর্থায়নের স্বরূপ
(Concept, Evolution and Nature of Finance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থায়নের মৌলিক ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- অর্থায়নের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থায়নের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



অর্থায়নের প্রাথমিক পরিচিতি

অর্থায়নের মূল কাজ হলো তহবিল সংগ্রহ ও তার ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা এবং বিনিয়োগ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অর্থের প্রয়োজন। আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্থ ছাড়া সম্পূর্ণ অচল। এ জন্যই অর্থায়নকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ড (heart of organization) বলা হয়। সাধারণভাবে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাকে অর্থায়ন বলা হয়।

একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, কোন কোন উৎস হতে তা সংগ্রহ করার জন্য লাভজনক এবং কোন প্রজেক্ট বা সম্পদে বিনিয়োগ করলে সবচেয়ে বেশি মুনাফা হবে, সেই সকল বিষয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের যে কার্যাবলী তাকেই অর্থায়ন বলে। অর্থায়নের বিষয়ে ধারণা পাওয়া গেল। এবার আসুন অর্থায়ন নিয়ে অন্যান্য মনিষী কী বলেছেন সে সম্পর্কে জেনে নেই। যেমন-

Lawrence J. Gitman এর মতে “Finance can be defined as the art and science of managing money. It is concerned with the process, institutions, markets and instruments involved in the transfer of money among individuals, businesses, and governments.” এ সংজ্ঞাটিতে অর্থায়নে অর্থের ব্যবস্থাপনার কথা কৌশলকেই অর্থায়ন বলা হয়েছে।

Schall and Halley এর মতে “Finance is a body of facts, principles and theories dealing with raising and using of money by individuals, businesses and governments.”

আর. এ. স্টিভেনসনের (R. A. Stevenson) এর মতে “অর্থায়ন বলতে সেই উপায়কে বুঝায় যা দ্বারা তহবিল সংগ্রহ করা যায় এবং তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও বন্টন সম্ভবপর হয়।”

অর্থায়নের ক্রমবিকাশ (Evolution of Finance)

পূর্বে তহবিল সংগ্রহ করাই অর্থায়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালের বিবর্তনে অর্থের ব্যবহারটি অর্থায়নের আওতাভুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনশীল পরিবেশ পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বর্তমান অর্থায়নের সৃষ্টি হয়েছে। মূলত দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করার জন্য অর্থের সূচনা হয়- এই কথাটি আমরা সকলেই জানি। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন কৌশল উন্নত বিশ্বে শিল্প বিপ্লব হয়। এতে উৎপাদন কৌশল জটিলতর হয় এবং বিশেষায়িত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া উৎকর্ষতা লাভ করে। ফলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে অর্থায়ন সংক্রান্ত ধারণা ও ব্যবহার সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

শিল্প বিপ্লবের পূর্বে অর্থায়ন অর্থনীতির একটি কোর্স হিসেবে পড়ানো হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থায়ন পৃথক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। থমাস এল গ্রাহুটি ১৮৯৭ সালে সনাতন বা গতানুগতিক ধারায় আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী মূলত হিসাবরক্ষণ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যত কার্যক্রম প্রণয়নের মধ্য থেকে বেড়িয়ে এসে নতুন ধারণার বই প্রকাশ করেন। হিসাবশাস্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থায়ন মূলত আর্থিক বিবরণীর বিচারবিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত ছিল। গতানুগতিক ধারণায় আর্থিক ব্যবস্থাপকদের প্রধান কাজ ছিল হিসাব সংরক্ষণ ও

তা বিশ্লেষণপূর্বক ভবিষ্যৎ কার্যক্রম প্রণয়ন। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আর্থিক ব্যবস্থাপকদের দায় দায়িত্ব পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থায়নের মূল বিকাশ ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে পরে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরে। এবার আসুন অর্থায়নের বিবর্তনের বিষয়টি বিস্তারিত জেনে নেই।

ক) ১৯২০ এর পূর্ববর্তী দশক

বিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে অর্থায়নের যাত্রা শুরু হয়। এ সময় অর্থায়ন মূলধন বাজারের বিভিন্ন দলিলপত্র, প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৯০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানিগুলো টিকে থাকার জন্য নিজেদের মধ্যে একত্রিকরণ প্রক্রিয়া চালু করে। তেল ও স্টিল কোম্পানীগুলোর মধ্যে একত্রিকরণ বেশি ছিল। স্টীল কোম্পানি ছাড়াও একত্রিকৃত কোম্পানি ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তাদের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছিল। আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি কোম্পানির সাথে অন্য একটি কোম্পানি একত্রিকরণ করলে প্রতিষ্ঠান লাভজনক হবে এই বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে আর্থিক ব্যবস্থাপকদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। ঐ সময়ে আর্থিক ব্যবস্থাপকদের কোম্পানিগুলোর একত্রিকরণে বড় অংকের অর্থসংস্থান ও আর্থিক বিবরণী তৈরির দায়িত্বও পালন করতে হয়েছিল। সময় থেকে অর্থসংস্থান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটা পৃথক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অর্থায়নের বিবর্তনের ঐ সময়ে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী তৈরি ও তার বিশ্লেষণ ছিল কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিষয় মাত্র।

খ) ১৯৩০-এর দশক

একত্রিকরণ প্রক্রিয়া স্বল্পকালে লাভজনক হলেও দীর্ঘকালে আশানুরূপ সফলতা পায়নি। আগের দশকে একীভূত অনেক প্রতিষ্ঠানই পরের দশকে দেউলিয়া হয়ে যায়। সে কারণে ত্রিশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে চরম মন্দা শুরু হয়। বিধি হল বাম শুরু হল বাচার জন্য লড়াই (Struggle for existence)। শুরু হল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন করে কীভাবে দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা করা রাখা যায়, সে ব্যাপারে আর্থিক ব্যবস্থাপক বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজার Dow Jones এর গড় পড়তা ৩০টি শিল্পের শেয়ার মূল্য ৮৯% কমে গেল। U.S. Steel Common Stock এর প্রতি শেয়ারের মূল্য ৮২৬২ থেকে ৮২১; কিছু কিছু কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেলো, এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্য টিকে থাকাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। প্রথমদিকে মূলধন কাঠামো সিদ্ধান্তে ঋণকে অর্থসংস্থানের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হতো যা ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা ও তারল্য সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দিলো। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসন ও টিকে থাকার পরিকল্পনা আর্থিক ব্যবস্থাপনার নতুন কার্যাবলী হিসেবে বিবেচিত হলো। চালু হল নৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তারল্য সংকট ছিল এ সময়ের মূল ঘটনা- তাই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ছিল।

গ) ১৯৪০-এর দশক

এ সময়ে নগদ অর্থপ্রবাহের বাজেট করে সুপারিকল্পিতভাবে নগদপ্রবাহের মাধ্যমে অর্থায়ন সে দায়িত্ব পালন করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৪৫ সালে শেষ হয়। সরকার প্রতিরক্ষা শিল্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয়ে অর্থের যোগান দেয়। ফলে সকল কোম্পানির চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা আর্থিক ব্যবস্থাপকদের নিকট একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে আর্থিক ব্যবস্থাপকদের স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব কোম্পানি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করত সেসব কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে সংগ্রহ করা হবে সে দায়িত্ব পালন করতো। যুদ্ধকালীন সময়ে মানুষের মাঝে নগদ প্রিয়তা বেড়ে যায়। ফলে কোম্পানির মুনাফা পুনঃবিনিয়োগ না করে লভ্যাংশ হিসেবে নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।

ঘ) ১৯৫০ এর দশক:

১৯৪০ থেকে ১৯৫০ এর দশকের প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সময়কে অর্থসংস্থানের সনাতন যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে বিকশিত হয়েছিলো। সে সময় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বহিরাগতদের (outsiders) থেকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। যেমন- বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতা, কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিতর সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিবেচনা করা হতো না। এই ধারাকে অর্থায়নের সনাতন ধারা বলা হয়। ১৯৫০ এর দশকে অর্থায়নের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। তহবিল সংগ্রহ করে কিভাবে তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা যায় তা অর্থায়নের প্রধান কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। এ সময়কালে অর্থায়ন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেও নতুন নতুন সূত্রের আবিষ্কার হয়। বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য মূলধন বাজেটিং এবং প্রকল্প মূল্যায়নে গাণিতিক বিশ্লেষণের

ব্যবহার অন্যতম। ১৯৫০-এর দশকের মধ্যভাগে মূলধন বাজেটিং নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল ও পদ্ধতির আবির্ভাব হলো যা ব্যবসায়ের মূলধনের দক্ষ বন্টনের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহযোগিতা করলো।

ঙ) ১৯৬০-এর দশক:

১৯৬০ এর দশকে আধুনিক অর্থায়নের যাত্রা শুরু। অর্থায়ন শেয়ার বা মূলধন বাজারকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। একটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ বা শেয়ারের বাজারমূল্য সর্বাধীকরণই ছিল এই সময়ের অর্থায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু অর্থায়নের সাথে ঝুঁকির সম্পদটি তেমন বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। অর্থায়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকির ধারণা হলো এই যে মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মুনাফা সর্বাধীকরণ সর্বদা কাজিষ্কৃত নাও হতে পারে।

১৯৫০ -এর দশকের পর মূল্যায়ন মডেল (Valuation Model) এর উদ্ভব হয়। মূল্যায়ন মডেলের মাধ্যমে মূলধন কাঠামো ও লভ্যাংশ নীতি প্রচলিত হয়। ১৯৫৮ ও ১৯৬১ সালে ফ্রাংকো মডিগলিয়ানি ও মার্টন মিলার (Modigliani & Miller) উক্ত বিষয়ের উপর এক তত্ত্ব নিয়ে হাজির হন যা অর্থায়নের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

১৯৬০ -এর দশকের প্রধান ঘটনা হলো Portfolio Theory এর উন্ময়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এর যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ। Markowitz সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে এই তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটান। তারপরে Willism Sharpe, Lintner, Fama এই তত্ত্বের আরো অনেক প্রবৃদ্ধি ঘটান। এই তত্ত্বের মাধ্যমে ঝুঁকিকে অর্থায়নের মূল কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পোর্টফলিও-এর অন্যান্য সম্পত্তির সাথে ঐ স্বতন্ত্র সম্পদ সম্পর্কের মাত্রার উপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হবে যে ঐ সম্পদ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ না কম ঝুঁকিপূর্ণ।

চ) ১৯৭০ এর দশক

এই সময় কম্পিউটার শক্তপাত হয় ফলে বদলে যারা অর্থায়নের কাজ। অর্থায়ন তখন অংকনির্ভর হয়ে উঠে। মূলধনি কাঠামোর সনাতন ধারণাও অনেক অংকনির্ভর ও জটিল হয়। তাত্ত্বিক অর্থায়নকে নানা তত্ত্বের বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ করেন হ্যারি মার্কোইজ, মার্টন মিলার, ফ্রাংকো মডিগলিয়ানি।

William Sharpe তার পোর্টফলিও তত্ত্ব ১৯৭০ -এর দশকে পুনঃসংস্কার করেন। তিনি উন্ময়ন করলেন মূলধনী সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ মডেল (Capital Asset Pricing Model)। এই মডেল প্রয়োগ করে, কোন নির্দিষ্ট মূলধনী সম্পত্তির আয় নির্ধারণ করা যায় ও ঝুঁকি পত্রকোষে সংরক্ষিত অন্যান্য সম্পত্তির সাথে মিশে যায়। ১৯৭০ এর দশকের বিখ্যাত অবদান Black & Scholes-এর পছন্দ করার ক্ষমতা মডেল (Option Model)। এই মডেল সম্পর্কযুক্ত আর্থিক দায়ের মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ছ) ১৯৮০ এর দশক

কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্য স্বল্প মেয়াদি আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেড়ে যায়। এই সময়ে আর্থিক সেবা শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়। একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে তহবিল সংগ্রহ, বন্টন, বিনিয়োগ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং মূল্যায়নে যুগে যুগে সহযোগিতা করেছে।

জ) ১৯৯০-এর দশক ও আধুনিক অর্থায়নের সূচনা

এই দশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী আমদানি-রপ্তানির উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা ও বিধিনিষেধ ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়। যার ফলে অর্থায়নও আন্তর্জাতিকতা লাভ করে। তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে অর্থায়নের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে অর্থায়ন হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় একটি প্রায়োগিক সমাধানের ক্ষেত্র, যা হিসাবরক্ষণ, অর্থনীতি ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়গুলোকে সংমিশ্রণ করে সৃষ্টি হয়েছে। জানা হলো অর্থায়নের ইতিহাস। ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই। এবার আসুন অর্থায়নের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করুন।

অর্থায়নের স্বরূপ (Nature of Finance)

পূর্বের আলোচনায় অর্থায়নকে প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ডের সাথে, তুলনা করা হয়েছে। তাই অর্থায়ন প্রক্রিয়া একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিচে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল:

ক) পারিবারিক অর্থায়ন:

পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং আয় বোঝে ব্যয় করলে পরিবারের সার্বিক কল্যাণ হয়, এটি নির্ধারণ করাকে পারিবারিক অর্থায়ন বলা হয়। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করলে পরিবারের কল্যাণ হয়। যদি একটি পরিবারের আয় ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত না হলে আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ব্যক্তিবর্গ, বন্ধু-বান্ধব কাছ থেকে অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে ও পরিবারিক অর্থায়নে নিয়মিত আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়। অনেক পরিবার জমি, গাড়ি, টিভি, ফ্রিজ ও গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে তাই পরিবারে আয়-ব্যয়ের ঘাটতি দেখা দেয়। অনেক পরিবার আবার আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত দেখা যায় এবং অর্থ অন্যত্র বিনিয়োগ করে।

খ) সরকারি অর্থায়ন:

প্রতিবছর সরকার আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব করে বাজেট প্রেস করে। আর সরকারের বার্ষিক আয় কোন কোন উৎস হতে সংগ্রহ করা হবে এবং বার্ষিক ব্যয় কোন কোন খাতে কী পরিমাণে করা হবে তা নির্ধারণ করাকে সরকারি অর্থায়ন বুঝায়। প্রতিটি সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যবস্থাপনা আছে। সরকারি অর্থায়নে প্রথমে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

সরকারি অর্থায়নে ক্ষেত্রে বিভিন্ন আয়ের ও ব্যয়ের খাত বাজেটের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। যখন সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয় তখন তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। আবার সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি হয় তখন তাকে তখন তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য হলো সমাজকল্যাণ। তাই রাস্তাঘাট, সেতু, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি হাসপাতাল, আইন শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা, সামাজিক অবকাঠামো ইত্যাদি। ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে আয়কর, সারচার্জ, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড ও ট্রেজারি বিল বিক্রয় ইত্যাদি বিক্রয় করে অর্থ আয় করতে হয়।

সাধারণত সরকারি অর্থায়ন অলাভজনক হয়ে থাকে কারণ সরকারি অর্থ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়। সরকারি অর্থায়নের ব্যয়, আয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে। সরকারি মালিকানার বেশ কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থাকে, যা অপেক্ষাকৃত কম লাভজনকও হতে পারে। যেমন: BSCIC-এর অধীনে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো। আবার যমুনা সেতুর মতো মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়নের জস্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, যদি সরকারের বাজেট হতে সম্পূর্ণ অর্থের সংস্থান করা হয় তাহলে অনেক সময় সরকারের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত ব্যয়ের জন্য অর্থের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। তাই সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয়। যেমন : বিশ্বব্যাংক, ADB (Asian Development Bank), IDB (Islamic Development Bank) ইত্যাদি। অনেক সময় এসব প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদানের সময় বিভিন্ন জটিল শর্ত আরোপ করে, যা দেশের উন্নয়ন ও ভাবমূর্তি সংরক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার অন্যান্য উৎস থেকে অর্থের সংস্থান করার চেষ্টা করে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এবং এমনকি বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে বৃহৎ প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন করা হয়। এ ধরনের অর্থায়নকে PPP (Public Private Partnership) বলা হয়ে থাকে। এই উৎসগুলো থেকে অর্থায়ন পর্যাপ্ত না হলে সরকার দেশি বা বিদেশি ব্যাংক থেকে দীর্ঘ বা স্বল্প মেয়াদে ঋণ নিয়ে থাকে। ঘাটতি বাজেটের সময় এ ধরনের ঋণ নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

গ) অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন:

যে সকল প্রতিষ্ঠান মানব কল্যাণ, দরিদ্র এবং বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে তা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নামে পরিচিত। যেমন একটি স্কুল অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এসকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হলো সেবা প্রদান করা, মুনাফা অর্জন নয়। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন বলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নয়। তবে এর অর্থের প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন ধরনের দান ও অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে এরা অর্থ সংগ্রহ করে। সংগৃহীত অর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়। সুতরাং অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের মূল কাজ হলো অর্থের উৎস চিহ্নিত করা এবং সর্বোত্তম সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এর যথাযথব্যয় ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঘ) ব্যবসায় অর্থায়ন:

পরিবার, অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল কল্যাণ করা। মুনাফা অর্জন করা এ তিনটি ইউনিট বা এজেন্টের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। তাই ব্যবসায় অর্থায়নের বিষয়াদি সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে একটি ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এবং কোন কোন

উৎস হতে সে অর্থ সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন খাতে তা বিনিয়োগ করা হবে তাকে বুঝায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য লাভ বা ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। ফলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্য যে অর্থায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, তাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে। সুতরাং ব্যবসায় অর্থায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তহবিলের সংগ্রহ ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাতে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সম্পদ অর্জন করা সহজ হয়।

সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তিন ধরনের হয়:

১. একমালিকানা ব্যবসায়,
২. অংশীদারী ব্যবসায় ও
৩. যৌথ মূলধনী ব্যবসায়।

এই তিন প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই অর্থায়নের স্বরূপ আলাদা হয়ে থাকে। এবার আসুন আমরা এদের অর্থায়ন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি।

১) একমালিকানা ব্যবসায়ের অর্থায়ন


যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক মাত্র একজন ব্যক্তি তাকে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে। সাধারণত সুপারশপ, মুদিদোকান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রাম ও গঞ্জের হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়, সেলুন, বুটিক শপ ইত্যাদি এক মালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। একমালিকানা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের মূল উৎস হল মালিকের নিজ মূলধন, মুনাফা, আত্মীয়স্বজন থেকে গৃহীত ঋণ, ব্যাংক অথবা গ্রামীণ মহাজন থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ। ব্যবসা পরিচালনায় মালিক নিজে সরাসরি জড়িত থাকে বিধায় এ ধরনের ব্যবসায়ের অর্থায়নের পরিসর খুব ছোট থাকে। ব্যক্তিগত সম্পদই স্বল্প অর্থায়নের মূল উৎস।

২) অংশীদারী ব্যবসায়ের অর্থায়ন

অংশীদারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা দুই জন এবং সর্বোচ্চ বিশ জন। তাঁরা চুক্তি অনুযায়ী সকল মূলধন সরবরাহ করে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে লাভ লোকসান বন্টন করে। এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তহবিল সংগ্রহের উৎস হলো অংশীদারদের নিজস্ব তহবিল, মুনাফা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, থেকে গৃহীত ঋণ, ব্যাংক অথবা গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ। সুতরাং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজস্ব তহবিল এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে মুনাফা অর্জন করা। মূলত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যই অংশীদারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়।

৩) যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের অর্থায়ন

এক মালিকানা এবং অংশীদারী ব্যবসায়ের মালিক সরাসরি ব্যবসা পরিচালনায় জড়িত। কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। মালিক তথা শেয়ার মালিক ব্যবসা পরিচালনায় সরাসরি জড়িত থাকে না। তাই এই অর্থায়নের স্বরূপ সম্পূর্ণ আলাদা। যাকে আমরা কর্পোরেট সংস্কৃতি অনুমোদন পাওয়ার পর একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানি তার অনুমোদিত মূলধনকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে শেয়ার হিসেবে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করে। যেমন: ১০ কোটি টাকার মূলধন ১০ টাকার ১ কোটি শেয়ারে বিভক্ত করে সাধারণ জনগণের কাছে বিক্রয় করা হয়। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য মাত্র ১০ টাকা হওয়ার কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরাও কোম্পানির শেয়ার কেনার মাধ্যমে উক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারে। শেয়ারহোল্ডারগণই কোম্পানির প্রকৃত মালিক এবং সাধারণত শেয়ারকোম্পানি থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। শেয়ারহোল্ডাররা তাদের ক্রয়কৃত শেয়ার বাজার যেমন: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। শেয়ার ছাড়া বন্ড ও ডিবেঞ্চর বিক্রয় করেও যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণ জনগণের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। বন্ড ও ডিবেঞ্চর বিক্রয় করার মাধ্যমে যে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে।

 <p>শিক্ষার্থীর কাজ</p>	<p>নিজেদের পরিবারে অর্থায়নের উৎস (আয়ের খাত) এবং ব্যয়ের খাতগুলো লিপিবদ্ধ কর। আপনার এলাকার তিনটি একমালিকানা ব্যবসায়ের অর্থায়নের উৎসমূহ লিপিবদ্ধ কর। তোমার এলাকার যেকোন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের উৎস, স্থায়ী খরচ ও চলতি খরচ লিপিবদ্ধ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নেও।</p>
---	---



সারসংক্ষেপ :

অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাকে অর্থায়ন বলা হয়। পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং সেই আয় কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ হয়, তা নির্ধারণ করাকে পারিবারিক অর্থায়ন বলা হয়। প্রতিটি সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যবস্থাপনা আছে। সরকারের বার্ষিক আয় কোন কোন উৎস হতে সংগ্রহ করা হবে এবং বার্ষিক ব্যয় কোন কোন খাতে কী পরিমাণে করা হবে তা নির্ধারণ করাকে সরকারি অর্থায়ন বুঝায়। অর্থায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরণা হচ্ছে ব্যবসায় অর্থায়ন। ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে একটি ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এবং কোন কোন উৎস হতে সে অর্থ সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন খাতে তা বিনিয়োগ করা হবে তাকে বুঝায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। অর্থায়ন বলতে কি বুঝায়?

ক. শেয়ার ক্রয়	খ. সংরক্ষিত আয়
গ. নগদ প্রবাহ	ঘ. অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ
- ২। নিচের কোনটি অর্থায়নের সর্বপ্রথম কাজ?

ক. মূলধন কাঠামো	খ. মূলধন বাজেটিং
গ. তহবিল সংগ্রহ	ঘ. স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- ৩। নিচের কোনটি সরকারি আয়ের প্রধান উৎস?

ক. ঋণ	খ. আয়কর
গ. মূল্য সংযোজন কর	ঘ. বৈদেশিক উৎস
- ৪। নিচের কোনটি যৌথমূলধনী ব্যবসায়ে নিজস্ব মূলধন সংগ্রহে অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

ক. শেয়ার ইস্যু	খ. ঋণপত্র
গ. বন্ড	ঘ. ব্যাংক ঋণ
- ৫। আধুনিক অর্থায়নের যাত্রা কখন শুরু হয়?

ক. ১৯৫০-১৯৬০ এর দশক	খ. ১৯৭০-১৯৮০ এর দশকে
গ. ১৯৮০-১৯৯০ এর দশকে	ঘ. ১৯৯০-২০০০ এর দশক

পাঠ-১.২

অর্থায়নের কার্যাবলি, ভূমিকা ও সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামো (Functions of Finance, Structure of Macroeconomy and Role of Finance)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থায়নের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- অর্থায়নের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামোতে অর্থায়নের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।



অর্থায়নের কার্যাবলি (Functions of Finance)

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে যেমন- ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাব বিভাগ ও অর্থ বিভাগ ইত্যাদি। এসব বিভাগের মাধ্যমে ব্যবসায় সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়। কিন্তু এসব বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো অর্থ বিভাগ। প্রতিটি বিভাগের সাথে এর যোগাযোগ রয়েছে। নিচে অর্থ বিভাগ তথা অর্থায়নের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো:

(১) তহবিল সংগ্রহ

একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ হলো কম খরচের সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিত করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা। একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কী পরিমাণ নিজস্ব মূলধন (equity) এবং কী পরিমাণ ঋণকৃত মূলধন (debt capital) এর মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে তা নির্ধারণ করা অর্থায়নের প্রধান কাজ। মালিকের নিজস্ব মূলধন ও ঋণকৃত মূলধনের মিশ্রণকে মূলধন কাঠামো বলা হয়। যে মিশ্রণটির খরচ সবচেয়ে কম সেটাই কাম্য মিশ্রণ। আর এটা নির্ণয় করার অর্থায়নের কাজ।

কোম্পানিতে শেয়ার মালিকদের আয় ও ঝুঁকির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নির্ধারিত মূলধন মিশ্রণে যখন কম ঝুঁকিতে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব, তখনই কোম্পানির শেয়ার মূল্য বা শেয়ার মালিকদের সম্পদ সর্বাধিক পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব। আর্থিক ব্যবস্থাপক মুনাফা এবং ঝুঁকির মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে কাম্য মূলধন কাঠামো রক্ষা করে।

অর্থায়নের জন্য নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী পূরণ করে পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা আর্থিক ব্যবস্থাপকের কাজ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য আরোপিত বিভিন্ন শর্তাবলী বিবেচনা করতে হয়।

(২) মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত

মূলধন বাজেট সিদ্ধান্ত বলতে একটি প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও নির্বাচন করাকে বুঝায়। অর্থাৎ মূলধন বাজেটিং বলতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বুঝায়। একটি প্রকল্পের জন্য কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, প্রকল্পের কার্যকাল, ঐ প্রকল্প থেকে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয়, আয়ের অনিশ্চয়তা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাই দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়নের পূর্বে প্রকল্পের মূলধন বাজেটিং-এর মাধ্যমে আর্থিক স্বভাব্যতা যাচাই করে নেওয়া অর্থায়নের অন্যতম কাজ।

একটি স্টুডিও দোকানের প্রিন্ট মেশিন ও ক্যামেরা ক্রয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। তহবিল সংগ্রহ করার পর তা সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা আর্থিক ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদনমুখী মেশিন ক্রয়, কারখানা নির্মাণের খরচও এই জাতীয় সিদ্ধান্ত। ধরা যাক বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি একটি নতুন মেশিন ক্রয়ের চিন্তা-ভাবনা করছে। মেশিনটির আয়ুষ্কাল হবে ১০ বছর। আগামী ১০ বছরে মেশিনটি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। নগদ আন্তঃপ্রবাহ নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই আগামী ১০ বছরে কী পরিমাণ বিক্রয় হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে উৎপাদন খরচ এবং অন্যান্য খরচ বাদ দেয়ার পর নগদ আন্তঃপ্রবাহ নির্ণয় করতে হয়। ভবিষ্যৎ সবসময়ই অনিশ্চিত। বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির মেশিন ক্রয়ের

সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আগামী ১০ বছরে বিক্রয়ের পরিমাণ, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ভবিষ্যতে চাহিদার পরিবর্তনের ফলে বিক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে।

(৩) স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

একটি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ও চলতি এই দুই ধরনের সম্পদ থাকে। স্থায়ী সম্পত্তি চলতি সম্পত্তিতে সমন্বয় করে অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। এজন্য একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হয়। চলতি মূলধনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির মুনাফা অর্জন ক্ষমতা (Profitability) ও তারল্য (Liquidity) -এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই প্রধান কাজ। স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ, মজুদপন্য, প্রাপ্য বিল ইত্যাদির ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। কী পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য অর্থ কোথা হতে সংগ্রহ করা যাবে- এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে চলতি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে। কোন কোম্পানি যদি চলতি মূলধনে অধিক বিনিয়োগ করে বা মূলধন যদি অব্যবহৃত থাকে, তাহলে মুনাফা অর্জন ক্ষমতা কমে যাবে। আবার যদি চলতি সম্পত্তিতে আর্থিক বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায় তাহলে কোম্পানির চলতি দেনা পরিশোধে অসুবিধা হয়। এতে ঝুঁকির পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই চলতি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে মুনাফা অর্জন ক্ষমতা কমে না যায়, আবার দেনা পরিশোধের অপারগতা সংক্রান্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে না হয়। চলতি মূলধনের প্রধান উপাদান হলো নগদ তহবিল, কাঁচামাল বা উৎপাদিত দ্রব্যের মজুত, বিবিধ দেনাদার, প্রাপ্যবিল ইত্যাদি।

ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনকে স্বল্পমেয়াদি বা চলতি মূলধন বলা হয়। চলতি মূলধনের উপাদান হচ্ছে চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায় যার মেয়াদ ১বছর বা তার কম।

(৪) তহবিল/মুনাফা বন্টন

চলতি ব্যবসায়ের মুনাফা হলে তা মালিকের মাঝে বিতরণ করা হয়। এটিকে লভ্যাংশ বা Dividend বলে। ব্যবসা প্রসারের জন্য এটি অর্থায়নের একটি উৎস হিসেবে কাজ করে। অর্জিত মুনাফার কি পরিমাণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং কি পরিমাণ কোম্পানিতে রেখে দেওয়া হবে তা ঠিক করে নিতে হয়। তাই যে লভ্যাংশ বন্টন হার কোম্পানির শেয়ার মালিকদের সন্তুষ্ট রেখে এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগ সুযোগের সদ্ব্যবহারের সংস্থান রেখে শেয়ার মূল্য সর্বাধিক করতে পারে তাই 'কাম্য লভ্যাংশ বন্টন' (Optimum dividend payout ratio) তাছাড়া, কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদানের স্থায়ীত্ব এবং বোনাস শেয়ার ও নগদ লভ্যাংশ প্রদানের ব্যাপারে আর্থিক ব্যবস্থাপককে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সুতরাং তহবিলের বন্টন বলতে অর্জিত মুনাফা হতে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ, শেয়ার মালিকদেরকে লভ্যাংশ, ঋণদাতাদের সুদ ও সরকারকে কর প্রদান করাকে বুঝায়। মুনাফার কত অংশ লভ্যাংশ আকতারে বন্টন করা হবে এবং কত অংশ সংরক্ষণ করা হবে তা ঠিক করাকে লভ্যাংশ নীতি বলা হয়, যা আর্থিক ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ধরা যাক একটি কোম্পানির ২০১৫ সালের মুনাফা ছিল ১০ কোটি টাকা। কোম্পানি যদি মুনাফার ৬০% লভ্যাংশ প্রদানের আনুপাতিক হার হিসাবে নির্ধারণ করে তাহলে কোম্পানি লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার মালিকদের (১০ কোটি × ৬০%) বা ৬ কোটি টাকা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত আয়ের পরিমাণ হবে ৪ কোটি টাকা যা কোম্পানি ভবিষ্যতে লাভজনক কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাবে। মুনাফার পুরোটাই লভ্যাংশ আকারে বন্টন করলে ভবিষ্যতে বিনিয়োগের সুযোগ থাকে না। আবার লভ্যাংশ প্রদান না করলে শেয়ারমালিকগণ অসন্তুষ্ট হয়।

তাই কোম্পানিকে এমনভাবে লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যা শেয়ারমালিকদের সন্তুষ্ট করে এবং কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনও সহজ হয়। সুতরাং লভ্যাংশ সিদ্ধান্তের বিষয়টি অর্থায়নের কাজ।

সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামো এবং অর্থায়নের ভূমিকা (Structure of Macroeconomy and Role of Finance)

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সামষ্টিক অর্থনীতি এই দুইয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রয়েছে। নিম্নে এ দুটি বিষয়ের আওতা আলোচনা করা হলো:

(ক) সামষ্টিক অর্থনীতি (Macro Economics)

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ প্রয়োজন। আর এই পরিবেশটি তৈরি করে সামষ্টিক অর্থনীতি। সামষ্টিক অর্থনীতি এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ যার ভেতর একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। সামষ্টিক অর্থনীতি মূলতঃ একটি সার্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশের অর্থ ও মূলধন বাজারের আর্থিক মাধ্যমসমূহ

(intermediaries), ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, আর্থিক ঋণ ও রাজস্ব (Fiscal) নীতি এবং আর্থিক নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ। আর্থিক ব্যবস্থাপককে অবশ্যই ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হতে হবে। অন্যথায় তার কার্যাবলী পরিচালনা সুষ্ঠু হবে না।

আর্থিক ব্যবস্থাপকদের নিচের বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন:

ক) কীভাবে আর্থিক নীতি তহবিলের খরচ প্রভাবিত করে, আর্থিক ব্যবস্থাপকদের তা জানা উচিত ও কারণ চিহ্নিত করা উচিত।

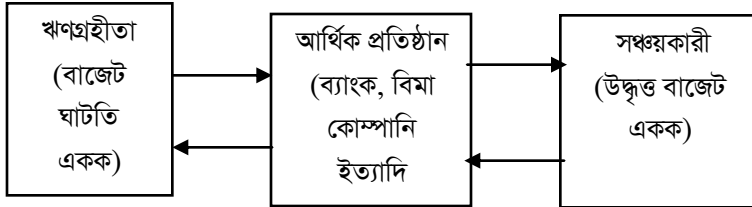
খ) কীভাবে রাজস্ব নীতি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে আর্থিক ব্যবস্থাপকদের তা জানা উচিত।

গ) অর্থসংস্থান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রকল্পকে মূল্যায়ন করার জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে এবং কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে জানা উচিত।


ঘ) মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে যৌথমূলধনি কোম্পানি শেয়ারবাজারে শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চর ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ কতে থাকে। আবার যে সকল কোম্পানি শেয়ারবাজারের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয় সে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে অর্থ সংগ্রহ করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ফান্ডের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। উচ্চ সুদের কারণে ঋণের খরচও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে অর্থায়ন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে অর্থাৎ

- আর্থিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ
- কোন কোন উৎস হতে মূলধন বা তহবিল সংগ্রহ করা হবে
- কী পরিমাণ অর্থ কী পদ্ধতিতে এবং কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে
- মূলধনের পারিতোষিক প্রদান ইত্যাদি।

সুদের হার কমে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। উৎপাদন ব্যয় কম হওয়ার কারণে বাজারে পণ্যমূল্য কম হবে এবং পণ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



উপরের চিত্রে ঘাটতি বাজেট একক বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থায়নের সঠিক ধারণা প্রয়োগ করে চলতি সম্পত্তিতে বিনিয়োগের জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহণ করতে পারে এবং শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি ইস্যু করে তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। অন্যদিকে উদ্ধৃত বাজেট একক বা সঞ্চয়কারী বা ঋণদাতাদের অর্থায়নে বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকলে উদ্ধৃত অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী সঞ্চয়ী হিসাব বা স্থায়ী হিসাব অথবা উভয় হিসাবে জমা রাখতে পারে। এভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, বিমা কোম্পানি ইত্যাদি) সামষ্টিক অর্থনীতিতে ঘাটতি একক ও উদ্ধৃত এককের তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	তুমি যে কোন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ কর এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে সামষ্টিক অর্থনীতির ভূমিকা যাচাই করে তুমি তোমার শিখনকার্যটি ঝালাই করে নেও।
---	------------------------	---



সারসংক্ষেপ:

অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে আর্থিক ব্যবস্থাপক বলা হয়। তিনি ব্যবসায়ের আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন হতে শুরু করে যাবতীয় কাজ সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ হলো অর্থের সংগ্রহের জন্য সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিত করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা। মূলধন বাজেটিং বলতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বুঝায়। স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ, মজুদপন্য, প্রাপ্য বিল ইত্যাদির ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। তহবিলের বন্টন বলতে অর্জিত মুনাফা হতে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ, শেয়ার মালিকদেরকে লভ্যাংশ, ঋণদাতাদের সুদ ও সরকারকে কর প্রদান করাকে বুঝায়। মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ বলা হয়। মুনাফার কত অংশ লভ্যাংশ আকতাবে বন্টন করা হবে এবং কত অংশ সংরক্ষণ করা হবে তা ঠিক করাকে লভ্যাংশ নীতি বলা হয়। একটি দেশের মোট উৎপাদনে মোট জাতীয় আয়, মোট সঞ্চয়, মোট বিনিয়োগ, মোট কর্মসংস্থান, মোট চাহিদা, মোট যোগান, সাধারণ মূল্য স্তর, পুজিবাজার, সুদের হার, রাজনীতি ও মুদ্রানীতি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, বিমা কোম্পানি) ইত্যাদি বিষয় হলো সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) দিন।

- ১। নিচের কোন পদ্ধতির মাধ্যমে একটি কোম্পানি মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে?

ক. লভ্যাংশ কমিয়ে	খ. শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করে
গ. নগদ প্রবাহ হ্রাস করে	ঘ. ব্যয় কমিয়ে
- ২। নিচের কোনটির কারণে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক মুনাফার বেশিরভাগ বন্টন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে?

ক. শেয়ারের বাজার মূল্য হ্রাস করা	খ. শেয়ার মালিকদের আয় হ্রাস করা
গ. ভবিষ্যতে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ	ঘ. সরকারকে কর প্রদান করা
- ৩। আর্থিক ব্যবস্থাপকের তহবিল বন্টন সংক্রান্ত কাজ কোনটি?

ক. দীর্ঘমেয়াদের জন্য তহবিল সংগ্রহ	খ. শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান
গ. প্রদেয় বিল আদায়	ঘ. তারল্য বজায় রাখা
- ৪। তারল্য বৃদ্ধি পেলে কি হয়?

ক. বিক্রয় বৃদ্ধি পায়	খ. দায় বৃদ্ধি পায়
গ. মুনাফা হ্রাস পায়	ঘ. ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়
- ৫। লভ্যাংশ কম পরিশোধ করে সংরক্ষিত আয় বৃদ্ধি করা কোন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত?

ক. তহবিল সংগ্রহ	খ. তহবিল বন্টন
গ. মূলধন বাজেটিং	ঘ. স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- ৬। একটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ বলতে কি বুঝায়?

ক. কোম্পানির সাধারণ শেয়ারের বাজার মূল্য	খ. কর্মচারীদের প্রদত্ত বেতনের পরিমাণ
গ. কোম্পানির সম্পদ ও দায়ের বই মূল্যের পার্থক্য	ঘ. কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা

পাঠ-১.৩

অর্থায়নের নীতিসমূহ, লক্ষ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অর্থায়ন (Principles of Finance, Goals of Finance, Social Responsibility and Finance)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থায়নের নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থায়নের নীতিসমূহের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থায়নের উপর এর নীতিসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- অর্থায়নের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানির মূল লক্ষ্য অর্জন কীভাবে সম্ভব তা বর্ণনা করতে পারবেন।



অর্থায়নের নীতিসমূহ (Principles of Finance)

নীতিমালা হল কার্যসম্পাদনের কাঠামো সুতরাং নীতিমালা বলতে এমন কিছু মৌলিক বিষয়কে বুঝায় যা নির্দিষ্ট কোন কার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হলে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়। তাই একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এবং অর্থায়নের অন্যান্য কাজ সম্পাদনের সময় অর্থায়নের এসব নীতিমালা বিবেচনা করতে হয়। নিম্নে অর্থায়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১) অর্থের সময়মূল্য নীতি

এই নীতি সব ধরনের বিনিয়োগের সাথে জড়িত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে টাকার মূল্য পরিবর্তন হয়। কারণ আজকের ১০০ টাকা একবছর পরের ১০০ টাকার সমান নয়। কেননা বিনিয়োগের যথার্থ মূল্যায়ন একটি নির্দিষ্ট বাট্টাহার মাধ্যমে অর্থের সময়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক তখনই একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যখন উক্ত প্রকল্পের প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহের বাট্টাকৃত মূল্য প্রাথমিক বিনিয়োগের চেয়ে বেশি হয়। কারণ আপাতদৃষ্টিতে বাট্টাকরণ ছাড়া নগদ প্রবাহ বেশি মনে হলেও তা প্রকৃত পক্ষে বিনিয়োগের চেয়ে বেশি নাও হতে পারে।

২) তারল্য ও মুনাফা

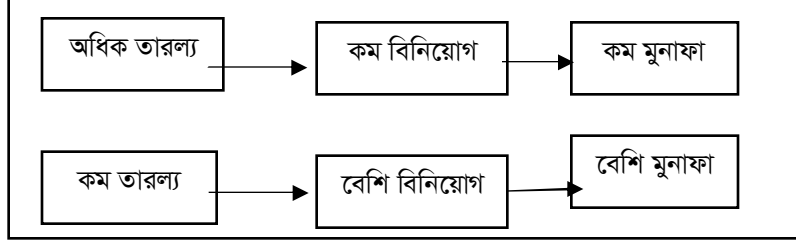
আমরা প্রতিনিয়ত শামিল আন্দানের খবর পত্র পত্রিকায় দেখে থাকে। যেমন ধরুন, বকেয়া বেতনের দাবিতে কারখানা বন্ধ করে নেওয়ার খবর। অর্থাৎ এ প্রতিষ্ঠানটি তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে। তারল্যের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বেশি তারল্য থাকলে খরচ বেড়ে যায় আবার কম হলে ব্যয় নির্বাহ করা যায় না। তাই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় রেখে

২) তারল্য ও মুনাফা:

আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ তারল্যতা ও মুনাফা অর্জন ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করে থাকে। তারল্যতা ও মুনাফা অর্জন ক্ষমতার মর্মে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে থাকে। তারল্য ও মুনাফা নীতি বলতে বুঝায় ব্যবসায়ের প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যাতে তারল্য ও মুনাফা উভয়ই বজায় থাকে। আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থায়নের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এই নীতিটি অনুসরণ করে থাকে। এটি একটি সমন্বিত নীতি যা কি না তারল্যের নীতি ও মুনাফার নীতির মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করে।

একজন অর্থ ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্ত নেয় কোন কোন খাতে বিনিয়োগ করলে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ করতে সমর্থ হবে। মুনাফার নীতি অনুসরণ করে অর্থব্যবস্থাপক পরিমিত ঝুঁকির মধ্যে থেকেই মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে। তারল্য নীতিকে প্রধান্য দিলে মুনাফা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আবার মুনাফার নীতিকে প্রাধান্য দিলে তারল্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুতরাং তারল্য ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রেখে আর্থিক ব্যবস্থাপনা করা আবশ্যিক। অর্থাৎ একদিকে যেমন দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার মতো নগদ অর্থ হাতে রাখা প্রয়োজন, অন্যদিকে মুনাফা অর্জনের জন্য সেই অর্থ বিনিয়োগ করাও প্রয়োজন। নিম্নে নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক রেখাচিত্রে তুলে ধরা হলো:



৩) ঝুঁকি-মুনাফা নীতি

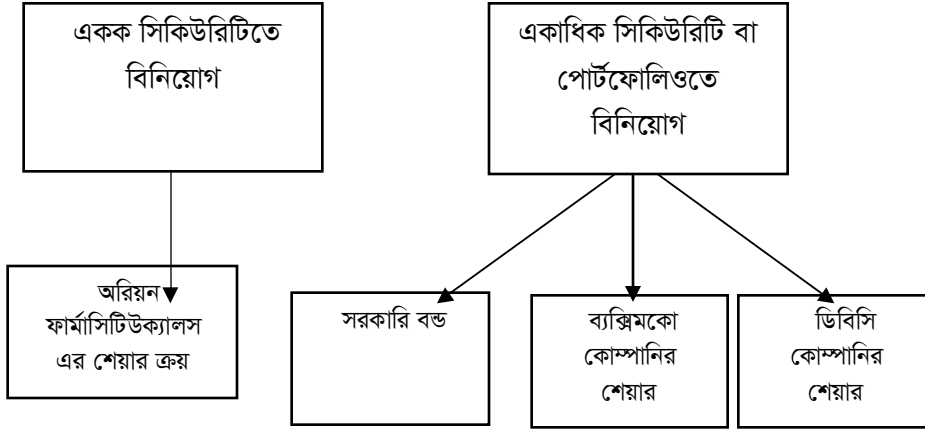
বাস্তবে একজন পাইলট বেতন ও ভাতাদি মিলিয়ে পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধা ভোগ করে। কারণ তার কাজের মধ্যে একটি ঝুঁকি রয়েছে। অর্থাৎ ঝুঁকি গ্রহণের সাথে আয়ের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কতে থাকে। বিনিয়োগ হতে প্রত্যাশিত মুনাফা অপেক্ষা প্রকৃত মুনাফা কম হওয়ার সম্ভাবনাকে ঝুঁকি বলা হয়। ঝুঁকির কারণেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় না এবং বিনিয়োগ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত নগদ অর্থ যদি ব্যয়ের জেয়ে বেশি হয় তাকে মুনাফা বলে। ঝুঁকি-মুনাফা নীতি অনুসারে বিনিয়োগ যত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হবে প্রত্যাশিত মুনাফার হার ততো বেশি হবে। কারণ একজন বিনিয়োগকারী যখন অধিক ঝুঁকি গ্রহণ করে তখন সে অধিক মুনাফা প্রত্যাশা করে। আর্থিক ব্যবস্থাপকের ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ব্যবসায়ের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যাতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

৪) পোর্টফলিও বৈচিত্রায়নের নীতি

একজন বিনিয়োগকারী তার সমস্ত অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করার প্রচেষ্টাকে পোর্টফলিও বৈচিত্রায়নের নীতি বলা হয়। অর্থায়নে একটি বহুল প্রচলিত মতবাদ হচ্ছে 'Do not put your all eggs in one basket.' সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ নীতির ভূমিকা অপরিসীম। ধরুন, আপনার সব টাকা, মানিব্যাগে রেখেছেন। এটি হারিয়ে গেলে পুরো টাকাই খোয়া যাবে। আর যদি কিছু টাকা মানিব্যাগে, কিছু প্যান্টের পকেটে কিছু সার্টের পকেটে রাখা হলে ম্যানিব্যাগ হারালে গেল পুরো টাকা খোয়া যাবে না। এটাই মূলত: বৈচিত্রায়ন।

সাধারণত একজন বিনিয়োগকারী তার সকল সম্পদ একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ না করে একাধিক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে থাকে। কারণ একটি কোম্পানিতে সকল সম্পদ বিনিয়োগ করলে সেই কোম্পানিটি পরবর্তীকালে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। ফলে ঝুঁকি বেড়ে যায়। কিন্তু সব কোম্পানি একসাথে দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই একাধিক প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলে ঝুঁকি কমানো সম্ভব। এ বিষয়টিকে নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:



অর্থায়নের লক্ষ্য (Goals of Finance)

যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঐ কোম্পানির নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো। কোম্পানির ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই পূর্বে বর্ণিত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত ও লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। এগুলোর বাস্তবায়ন করা প্রতিষ্ঠানের একটি চলমান প্রক্রিয়া।

একটি ফার্মের সর্বজন স্বীকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ফার্মের মালিকের বা মালিকদের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (economic welfare) সাধন করা। মালিকদের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য মূলতঃ দুটি পন্থা (approach) আছে। তা হলো-

১. মুনাফা সর্বাধিককরণ (Profit Maximization)
২. সম্পদ সর্বাধিককরণ (Wealth Maximization)

প্রথমটিতে সমালোচনা থাকলেও পরেরটিকে সর্বজন স্বীকৃত পন্থা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

নিচে উদ্দেশ্য দুটির বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

(১) মুনাফা সর্বাধিককরণ (Profit Maximization)

কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মালিকদের জন্য মুনাফা অর্জন এবং তা সর্বাধিককরণ (Maximization) করা। মুনাফা সর্বাধিককরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক ঐ ফার্মের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত ও লভ্যাংশ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু মুনাফা নিয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে।

আধুনিক ব্যবসায় জগতে 'মুনাফা' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (i) মালিক সম্পর্কিত ধারণা (owner oriented concept) (ii) পরিচালন সম্পর্কিত ধারণা (operational concept)।

(i) মালিক সম্পর্কিত ধারণা অনুযায়ী মালিকরা ব্যবসা থেকে যে অংশ পায় তাই হচ্ছে মুনাফা। অপরপক্ষে (ii) পরিচালন সম্পর্কিত ধারণায় ব্যবসায় পরিচালন দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষতার কারণে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতাকে লাভ অর্জন ক্ষমতা (profitability) বলা হয়। আধুনিক কালে লাভ অর্জন ক্ষমতাকে একটি কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ধরা হয়। তাই মুনাফা সর্বাধিককরণ তখনই হবে যখন কোন সম্পত্তি বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতার মাধ্যমে কোম্পানির মালিকদের সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন সম্ভব। লাভজনক প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুবিধাজনক উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে তার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই মুনাফা সর্বাধিককরণ সম্ভব। মুনাফা সর্বাধিককরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা নিচে আলোচনা করা হল:

- ব্যয় কমাতে পারলে মুনাফা বেড়ে যায়। তাই অনেকে মনে করেন উৎপাদন খরচ এবং প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ কমিয়ে মুনাফা সর্বাধিককরণ সম্ভব। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উন্নত মানের কাঁচামাল ও দক্ষ শ্রমিকের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে এবং উন্নতমানের দ্রব্য বা সেবা উপহার দিয়ে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি বা সর্বাধিককরণ সম্ভব। সুতরাং ব্যয় সংকোচন করা অর্থায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য।

- আবার অনেকে মনে করেন উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে মুনাফা বৃদ্ধি বা সর্বাধিকরণ করা যায়। তবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। তবে দ্রব্য বা সেবার গুণগত মান উন্নত রেখে তা সম্ভব হতে পারে।
- অনেক সময় বিদ্যমান পণ্য বা সেবার নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা যায়। দ্রব্য বা সেবার চাহিদা সৃষ্টি করে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে মুনাফা সর্বাধিকরণ করা সম্ভব হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বা বাজার অর্থনীতিতে ভোক্তাদের এবং বিক্রেতাদের ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যাবলী ও স্বভাব বা আচরণ দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে। চাহিদা সৃষ্টি করে কোম্পানির মালিকদের মুনাফা সর্বাধিকরণের জন্য কোন সম্পত্তি বা প্রকল্পে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত ও লভ্যাংশ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব। আর মুনাফা অর্জন ক্ষমতা সর্বাধিকরণের লক্ষ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপক প্রকল্প ও সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে যেগুলি অধিক লাভজনক সেগুলি গ্রহণ করবেন, আর যেগুলি লাভজনক নয় সেগুলি বর্জন করবেন।

মুনাফা সর্বাধিকরণ কেন ফার্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত?

- আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুনাফা সর্বাধিকরণ ফার্মের উদ্দেশ্যের মাপকাঠি বা নির্দেশক হিসেবে খুবই সহজ। মুনাফা একটা অর্থনীতির অর্থনৈতিক দক্ষতার পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ একটা অর্থনীতিতে বিরাজমান ফার্মসমূহের মালিক বা মালিকরা তাঁদের সম্পত্তি বা তহবিল বিনিয়োগ করে সমাজের চাহিদা মিটিয়ে সন্তোষজনক মুনাফা লাভ করতে পারলে এটা বলা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।
- মুনাফা সর্বাধিকরণ হলে অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- মুনাফা সর্বাধিকরণের মাধ্যমে সঠিক সামাজিক কল্যাণ সম্ভব। কারণ এতে বিনিয়োগকারী পায় মুনাফা, ভোক্তা পায় সন্তোষজনক দামে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা। অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় যা সঠিক সামাজিক কল্যাণেরই লক্ষ্য। তাই মুনাফা সর্বাধিকরণ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সিদ্ধান্তের মূল মাপকাঠি হওয়া উচিত।

উপরের আলোচনা শেষে আপনিও হয়ত বলবেন মুনাফা সর্বাধিকরণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে এই উদ্দেশ্য বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন। তাহলে আসুন সমালোচনাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেই।

মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যের সমালোচনা (Criticism of Profit Maximization)

মুনাফা সর্বাধিকরণ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার ফল। কিন্তু আংশিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুনাফা সর্বাধিকরণকে কোম্পানির মূল লক্ষ্য বলা যায় না। উল্লিখিত সময়ে ফার্ম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। মালিক তাঁর নিজের অর্থনৈতিক কল্যাণেই সীমাবদ্ধ থাকতেন, যা মুনাফা সর্বাধিকরণের মাধ্যমে অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু আধুনিক ব্যবসায় মালিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বেশ দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবস্থাপনা মালিকদের প্রতিনিধি হয়ে তাঁদের পক্ষে কার্য পরিচালনা করে থাকেন। এই পরিবর্তিত পরিবেশে মালিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পড়েছে পেশাদার ব্যবস্থাপকদের উপর যাঁরা ব্যবসায়ের সম্পৃক্ত পক্ষ (Stakeholder)-এর স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কাজ করে থাকে। অর্থাৎ, বর্তমান উন্নত ও আধুনিক ব্যবসায়িক পরিবেশে মালিক, ভোক্তা, পাওনাদার, সরকার, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও উপরের স্তরের ব্যবস্থাপনার সকলের স্বার্থ রক্ষা করে মালিকের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করাই হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থাপকের কাজ। তাই মুনাফা সর্বাধিকরণের উদ্দেশ্যকে একটি ফার্মের মূল, বাস্তব, যথোপযুক্ত ও মানবিক দিক থেকে সঠিক লক্ষ্য বলা যায় না। নিচে আরো কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হল:

(ক) মুনাফা ধারণার অস্পষ্টতা (Ambiguity or Vague)

মুনাফা শব্দটির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। মুনাফা বলতে কি স্বল্পমেয়াদী না দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা, করপূর্ব মুনাফা না কর প্রদান করার পরবর্তী মুনাফা, নীট মুনাফা না মোট মুনাফা, মোট মুনাফা না শেয়ার প্রতি মুনাফা বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। মুনাফার এরূপ বিভিন্ন ধারণাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। কেউ আবার মূলধনের উপর মুনাফার হার, কেউ আবার শুধু স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের উপর মুনাফার হার হিসাব করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি ফার্মের ১০০টাকা দামের ২,০০০ শেয়ার আছে। অর্থাৎ, শেয়ার মূলধন =

$২,০০০ \times ১০০ = ২,০০,০০০$ টাকা। ধরা যাক, এই বিনিয়োগ করে গত বছর ফার্মটি নীট মুনাফা অর্জন করেছে $৪০,০০০$ টাকা। তাহলে, শেয়ার প্রতি মুনাফা বা আয় হবে $৪০,০০০ \div ২,০০০ = ২০$ টাকা। মূলধনের উপর আয় শতকরা $৪০,০০০ \div ২০০০০০ = ২০\%$ । কিন্তু, অন্য ফার্মের যদি একই পরিমাণ শেয়ার মূলধন এবং আরো $২,০০,০০০$ ঋণকৃত মূলধন বিনিয়োগ থাকে এবং মোট বিনিয়োগের উপর শতকরা ২০% হারে আয় করে যদি বছরে $৬০,০০০$ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করে থাকে, তবে শেয়ার প্রতি মুনাফা হবে $৬০,০০০ \div ২০০০ = ৩০$ টাকা এবং ফার্মের নিজস্ব মূলধনের উপর মুনাফার শতকরা হার হবে $৬০,০০০ \div ২,০০,০০০ = ৩০\%$ ।

উপর্যুক্ত আলোচনা এবং উদাহরণ থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, ‘মুনাফা’ শব্দের অস্পষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার কারণে এটাকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এতক্ষণের আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, মুনাফা সর্বাধিকরণ (profit maximization) আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। এই উদ্দেশ্যটির আরো কিছু সমালোচনা রয়েছে। নিচে আলোচনা করা হলো:

খ) মুনাফা অর্জনের সময় ও অর্থের সময়মূল্য বিবেচিত হয়না (Timing of profit and time value of money are ignored)

মুনাফা সর্বাধিকরণকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করার অন্য একটি ত্রুটি বা বাধা হচ্ছে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ বা হারে মুনাফা। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি স্পষ্ট করা যায়। মনে করুন, একজন বিনিয়োগকারীর হাতে তিনটি বিকল্প বিনিয়োগ প্রকল্প রয়েছে। তাঁদের অন্যান্য আর্থিক তথ্য নিম্নরূপ:

প্রকল্প	প্রয়োজনীয় মূলধন (টাকা)	প্রকল্পের কার্যকাল (বৎসর)	বছরের মুনাফা (টাকায়)				
			১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
ক	৪০,০০০	৩	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	-	-
খ	৪০,০০০	৪	০	২০,০০০	১০,০০০	৩০,০০০	-
গ	৪০,০০০	৫	১৫,০০০	৫,০০০	২০,০০০	৫,০০০	১৫,০০০

উপর্যুক্ত টেবিলে এটা লক্ষ্যণীয় যে, তিনটি প্রকল্পের মূলধন একই এবং মোট মুনাফাও একই পরিমাণ। যেহেতু বিভিন্ন সময়ের মুনাফার পরিমাণ বিভিন্ন রকম, সেহেতু এসব ক্ষেত্রে মুনাফাকে কোম্পানির অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

তাছাড়া অর্থের বর্তমান মূল্যের ধারণাটিকে বিবেচনা করা উচিত। উপর্যুক্ত তিনটি প্রকল্পের কার্যকাল ভিন্ন হওয়ায় এবং বিভিন্ন সময়ের মুনাফাও ভিন্ন হওয়ায় প্রতিটি প্রকল্পের ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফাকে অর্থের বর্তমান মূল্যে রূপান্তরিত করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, যা মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যটি বিবেচনা করে না। উপর্যুক্ত প্রকল্প তিনটির মধ্যে প্রকল্প ‘ক’ এর ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফার বর্তমান মূল্য বেশি হবে এবং সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

(গ) ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় না (It ignores risk)

মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যের আরেকটি অসুবিধা বা ত্রুটি হচ্ছে যে, এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ও মুনাফা অর্জনের ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিনিয়োগ থেকে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে যে ঝুঁকি আছে তা বিবেচনা করা হয় না। উপরে উল্লিখিত তিনটি প্রকল্পের উদাহরণের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মুনাফা অর্জনের তারতম্য রয়েছে, যাকে ঝুঁকি বলা হয়। অর্থাৎ, মুনাফার তারতম্য বা অনিশ্চয়তার কারণে মুনাফা সর্বাধিকরণও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। উপর্যুক্ত কারণগুলির জন্য মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যকে একটি ফার্মের মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আপনার মনে প্রশ্ন হতে পারে যদি মুনাফা সর্বাধিকরণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য না হয় তাহলে আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আসুন নিচের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা লাভ করি।

(২) সম্পদ সর্বাধিককরণ (Wealth Maximization)

একটি ফার্মের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং যথাযথ উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ফার্মের শেয়ারহোল্ডারদের তথা, ফার্মের সম্পদ সর্বাধিককরণ বা নীট বর্তমান মূল্য (Net present value) সর্বাধিককরণ। কোম্পানির বা ফার্মের সম্পদ সর্বাধিককরণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঐ কোম্পানি তার আর্থিক কর্মকাণ্ড বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এটি মুনাফা সর্বাধিককরণের উদ্দেশ্যের দুর্বলতাগুলি দূর করে সঠিকভাবে সম্পদের পরিমাপ করতে সক্ষম হয় বলে এ উদ্দেশ্যটি একটি সুষ্ঠু ও যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য হিসেবে সার্বজনীনভাবে গৃহীত। এটি ফার্মের মুনাফা ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ফার্মের দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, এর প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকির পরিমাণ, এর শেয়ার মূল্য, লভ্যাংশ ইত্যাদি দ্বারা এ উদ্দেশ্য প্রভাবিত হয়।

একটি ফার্মের সম্পদ সর্বাধিককরণ বলতে ঐ ফার্মের শেয়ারের মূল্য সর্বাধিককরণকে বা নীট বর্তমান মূল্য সর্বাধিককরণকে বুঝায়। কোন বিনিয়োগের নীট বর্তমান মূল্য বলতে মুনাফার বর্তমান মূল্যের সমষ্টি ও বিনিয়োগের বর্তমান মূল্যের মধ্যবর্তী পার্থক্যকে বুঝায়। ইতিবাচক (positive) নীট বর্তমান মূল্যই (NPV) সম্পদের সৃষ্টি করে।

কোন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বা কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পের সম্পদের পরিমাণ আমরা নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি-

$$NPV = W = \frac{A_1}{(1+k)^1} + \frac{A_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{A_n}{(1+k)^n} - C$$

$$\therefore NPV = \sum_{t=1}^n \frac{A_t}{(1+k)^t} - C$$

A1, A2, অহ দ্বারা ঐ কোম্পানির বা বিশেষ প্রকল্পে নীট নগদ অন্তঃপ্রবাহ, ক বাটার হার, C দ্বারা প্রাথমিক মূলধন এবং W দ্বারা সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। উপর্যুক্ত সূত্র ব্যবহার করে যে কোম্পানি বা প্রকল্পের সম্পদের নীট বর্তমান মূল্য যত বেশি হবে, সেই ফার্মের বা প্রকল্পের সম্পদের বা শেয়ারের মূল্য তত বেশি হবে।

সম্পদ সর্বাধিককরণ ফার্মের লক্ষ্য হওয়ার যৌক্তিকতা (Rationale behind using wealth maximization as the goal of a firm)

সম্পদ সর্বাধিককরণ লক্ষ্যটি যে কোন কোম্পানির মুনাফা সর্বাধিককরণ লক্ষ্যের দুর্বলতাগুলি দূর করে আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে মালিকের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্জনের বিষয় বিবেচনা করে। তাই নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য সম্পদ সর্বাধিককরণই কোম্পানির সর্বজনস্বীকৃত লক্ষ্য :

(ক) স্পষ্ট ধারণা (Clear)

এ উদ্দেশ্যে মুনাফার ধারণার যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা দূর করে সম্পদের একটি স্পষ্ট ধারণা এবং তা পরিমাপের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অস্পষ্ট মুনাফার পরিবর্তে স্পষ্ট নীট নগদ প্রবাহকে (Net Cash Benefit or NCB) পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(খ) ঝুঁকি, সময় ও অর্থের সময়মূল্য বিবেচনা করা হয়

সম্পদ সর্বাধিককরণ লক্ষ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি কোন ফার্মের বা প্রকল্পের নীট নগদ প্রবাহের সংখ্যাগত ও গুণগত দিকটি বিবেচনা করে। তাছাড়া নগদ প্রবাহের সময় মূল্যও বিবেচনা করা হয়, যা মুনাফা সর্বাধিককরণ লক্ষ্যে বিবেচনা করা হয় না। কোন বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত ভবিষ্যত নগদ প্রবাহ যত নিশ্চিত, ঐ নগদ প্রবাহ তত গুণসম্পন্ন এবং সম্পদের মূল্যও ততবেশি। ভবিষ্যত নগদ প্রবাহের অনিশ্চয়তা এবং সময়ের ভিন্নতা ও পরিব্যক্ততা বিবেচনায় রেখে নির্দিষ্ট বাটার হার দিয়ে ভবিষ্যত প্রবাহকে বর্তমান মূল্যে রূপান্তরিত করা হয়। অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি এবং সময়ের ব্যাপ্তি যত বেশি, উল্লিখিত বাটার হার (মূলধন খরচ) তত বেশি ধরা হয়। এ ব্যবস্থায় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত সম্পদের মূল্য প্রতিফলিত হয়।

(গ) শেয়ার মূল্যের ওপর গুরুত্ব (Focus on Market Price of Share)

আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বই হচ্ছে মালিকের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ। অর্থনৈতিক কল্যাণ তখনই সম্ভব যখন বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের মূল্য উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পায়, যা তাঁর শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমাপযোগ্য। অন্য কথায় বলা যায়, শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণই হচ্ছে সম্পদের মূল্য সর্বাধিকরণ যা নীট বর্তমান মূল্য সর্বাধিকরণের বিকল্প প্রতিফলক হিসাবে ব্যবস্থাপকের আর্থিক সিদ্ধান্তের মাপকাঠি।

অর্থসংস্থান বা আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কী তা নির্ধারণের জন্য একটি ফার্মের সার্বিক লক্ষ্যকে সামনে না রেখে বরং কোন বিশেষ আর্থিক সিদ্ধান্ত সামনে রাখা উচিত। এ ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে মুনাফা সর্বাধিকরণই ছিল সর্বজন গৃহীত তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য বা মাপকাঠি এবং সে সময় মুনাফাকেই অর্থনৈতিক দক্ষতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বর্তমান উন্নত এবং আধুনিক ব্যবসা জগতে যেহেতু মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যে বেশ কিছু দুর্বলতা রয়েছে, সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্য দ্বারা সে সব দুর্বলতাকে দূর করা সম্ভব হয়েছে এবং এ লক্ষ্য অর্জন করে গোটা সমাজের এবং মালিকদের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়েছে। এজন্য সম্পদ সর্বাধিকরণই হচ্ছে ফার্মের সর্বজন গৃহীত লক্ষ্য।

সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অর্থায়ন (Social Responsibility and Finance)

মালিক বা শেয়ারহোল্ডার, ব্যবস্থাপনা, সরকার, ক্রেতা, বিক্রেতা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ব্যাংক ও বিমা কোম্পানি এবং ভোক্তা সকলেই ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ পক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব হল সকল গোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষা করে কোম্পানির সম্পদ সর্বাধিকরণকেই বুঝানো হয়। উল্লিখিত গোষ্ঠিসমূহের স্বার্থ রক্ষা করে কীভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক কোম্পানির মূল লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব তাই আলোচ্য বিষয়:

সামাজিক দায়িত্ববোধ (Social Responsibility)

অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের স্বার্থরক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সর্বাধিকরণকে বুঝায়। সাধারণত একটি অর্থনীতির সঞ্চয় ও সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় মুনাফা ও ঝুঁকিকে বিবেচনা করে এবং সেজন্যই বাজারে কোন কোম্পানির শেয়ারের মূল্য মুনাফা ও ঝুঁকির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রতিফলন। মূলতঃ মুনাফা ও ঝুঁকির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পদের মূল্য সর্বাধিকরণই কোম্পানির মূল লক্ষ্য হিসেবে সার্বজনীনভাবে গৃহীত। তবে এ লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধের কথাও বিচিনা হরতে হবে। কোম্পানির সম্পদ সর্বাধিকরণ করতে গিয়ে ভোক্তার স্বার্থ, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, সুষ্ঠু কর্মচারী নিয়োগনীতি, নিরাপদ কর্মস্থল, কর্মচারীদের উন্নয়ন ও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সার্বিক পরিবেশ, পাওনাদারদের স্বার্থ, সরকারের স্বার্থ ইত্যাদি বিষয়ও যথাযথভাবে বিবেচনা করা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। এ সকল সামাজিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় কোম্পানির মালিকদের মুনাফা ও সম্পদ সর্বাধিকরণের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। যার ফলে অনেক সময় সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সম্পদ সর্বাধিকরণের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

সমাজের মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাই ব্যবসায়ীর কাজ। সমাজে শুধুমাত্র ক্রেতা বা ভোক্তাই থাকে না প্রতিষ্ঠানের যারা কর্মী তারাও সমাজেরই সদস্য।

১. বিনিয়োগকারীদের প্রতি দায়িত্ব : বিনিয়োগকারীরা তাদের কষ্টের সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ বা মুনাফা পাওয়ার আশায়। যেহেতু বিনিয়োগকারীদের অর্থেই ব্যবসায় সংগঠিত ও পরিচালিত হয় সেহেতু ব্যবসায় তাদের প্রতি নিম্নোক্ত উপায়ে দায়িত্ব পালন করে:

ক) বিনিয়োগকৃত অর্থের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা

খ) ন্যায্য ও উৎসাহব্যঞ্জক লভ্যাংশ প্রদানের চেষ্টা চালানো

গ) আর্থিক বিবরণী সরবরাহ ও

ঘ) ব্যবসায়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগকারীদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

২. ঋণদাতাদের প্রতি দায়িত্ব: কোম্পানি ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে অথবা বন্ড বিক্রয় করার মাধ্যমে ঋণ মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। যথাসময়ে ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করা ব্যবসায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কারণ ব্যাংক জনগণের আমানতের মাধ্যমে তার মূলধনের একটি অংশ সংগ্রহ করে। পরবর্তীকালে এই

আমানতকৃত অর্থ বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন ফার্ম বা কোম্পানিকে ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংককে আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থের উপর সুদ প্রদান করতে হয়। তাছাড়া বভহোল্ডারগণদের নিয়মিত সুদ পরিশোধ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৩. সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব: সমাজ ও সমাজের মানুষকে ঘিরেই ব্যবসায় এবং এর কার্যাবলি আবর্তিত হয়। এই সমাজ হতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায় প্রাতিষ্ঠান সমৃদ্ধি লাভ করে। তাই নিম্নোক্ত উপায়ে ব্যবসায় সমাজের প্রতিও তারা দায়িত্ব পালন করে:

- ক) সমাজের প্রয়োজন মাফিক পণ্য ও সেবাসামগ্রি উৎপাদন ও তা সরবরাহ করা
- খ) বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে আর্থিক সহায়তা দান ও জাতীয় দুর্যোগ মুর্ছতে জনগণের পাশে দাড়ানো;
- গ) এলাকায় হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ইত্যাদি।

৪. সরকারে প্রতি দায়িত্ব: একটি দেশের সরকার যেকোনো সমাজের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা। দেশের ব্যবসায় উন্নয়নের সরকারের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনিভাবে ব্যবসায়েরও সরকারের প্রতি দায়িত্ব থাকা স্বাভাবিক। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারের প্রতি নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব পালন করে;

- ক) সরকারকে যথাসময়ে কর ও রাজস্ব প্রদান করা
- খ) সরকারের নিয়ম নীতির যথাযথভাবে অনুসরণ করা
- গ) সরকারকে বিভিন্ন বিষয় পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করা
- ঘ) বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারকে সহায়তা করা ইত্যাদি।


৫. সগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি দায়িত্ব: বর্তমানকালে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিও দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন পড়ে। ব্যবসায়ীরা এরূপ দায়িত্ব পালন না করলে তাদের মধ্যে অন্যায় ও প্রতিযোগিতা ও রেঘারিষি বৃদ্ধি পায় এবং এতে সকলেরই স্বার্থ বিপন্ন হয়। এ লক্ষ্যে ব্যবসায় যে সকল দায়িত্ব পালন করে তা নিম্নরূপ:

- ক) প্রতিবেশি ব্যবসায়ীদেরকে সংঘবদ্ধ করে সংঘ বা সমিতি গড়ে তোলা
- খ) একের অসুবিধায় অন্যের সহযোগিতা করা
- গ) অন্যায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমানকালে ব্যবসায় শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না বরং সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সম্পর্ক সৃষ্টি ও সবার নিকট হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা লাভের প্রায়স চালায়। ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং এর সাথে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজগুলোর কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়। এর ফলে যেসব সুবিধাগুলো পাওয়া যায় তা হলো:

- ক) কর্পোরেট ভাবমূর্তি
- খ) শেয়ারহোল্ডারদের আত্মবিশ্বাস রক্ষায় সহায়তা করে
- গ) প্রতিষ্ঠানের স্টোকহোল্ডারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ যেমন: শেয়ার মালিক, কাঁচামাল সরবরাহকারী, ঋণদাতা, সরকার ইত্যাদি) আনুগত্য অঙ্গীকার এবং শ্রদ্ধা অর্জন করা যায়।
- ঘ) সম্ভাব্য মামলা এবং বিচার সংক্রান্ত কার্যের ব্যয় হ্রাস পায়;

এসব সুবিধার কারণে প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মূল্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ ফার্মের মালিকদের সম্পদ সর্বাধিকরণ উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যাংকের CSR (Corporate social responsibility) অর্থাৎ সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি তালিকা প্রণয়ন করে।
---	------------------------	---



সারসংক্ষেপ: অর্থের সময়মূল্য নীতি সব ধরনের বিনিয়োগের সাথে জড়িত। এই নীতি অনুযায়ী সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে টাকার মূল্য পরিবর্তন হয়। তারল্য ও মুনাফা নীতি বলতে বুঝায় ব্যবসায়ের প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যাতে তারল্য ও মুনাফা উভয়ই বজায় থাকে। আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থায়নের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এই নীতিটি অনুসরণ করে থাকে। ঝুঁকি-মুনাফা নীতি অনুযায়ী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। একজন বিনিয়োগকারী তার সমস্ত অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করার প্রচেষ্টাকে পোর্টফলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি বলা হয়। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণত সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সেবা উৎপাদন করে তা বিতরণের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন মিটায়। এ প্রক্রিয়ার পেছনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মালিকদের জন্য মুনাফা অর্জন এবং তা সর্বাধিকরণ (Maximization) করা। একটি ফার্মের সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে ঐ ফার্মের শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণকে বা নীট বর্তমান মূল্য সর্বাধিকরণকে বুঝায়। অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে এ সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের স্বার্থরক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সর্বাধিকরণকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের যে দায়িত্ব তাকেই সহজ অর্থে ব্যবসায়ের বা অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব বলে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Choice Questions/MCQ)

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। একটি কোম্পানির চূড়ান্ত লক্ষ্য কি?

ক. মুনাফা সর্বাধিকরণ	খ. সম্পদ সর্বাধিকরণ
গ. সমাজসেবা	ঘ. বিক্রয় সর্বাধিকরণ
- ২। একটি বিনিয়োগ প্রকল্পে ক্ষতি হলে অন্য প্রকল্পের মুনাফা দ্বারা ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার নীতিকে কী ধরনের নীতি বলা হয়?

ক. মুনাফার নীতি	খ. ঝুঁকির নীতি
গ. বৈচিত্র্যায়নের নীতি	ঘ. তারল্য নীতি
- ৩। সম্পদ সর্বাধিকরণের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি বিবেচনা করা হয় না?

ক. ঝুঁকির পরিমাণ	খ. শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি
গ. নগদ প্রবাহ	ঘ. স্বল্পমেয়াদী মুনাফা
- ৪। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা অর্থায়নের কোন বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত?

ক. বিক্রয় সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা	খ. মুনাফা সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা
গ. ঝুঁকি সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা	ঘ. সামাজিক দায়বদ্ধতা
- ৫। মুনাফা সর্বাধিকরণের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি বিবেচনা করা হয়?

ক. প্রকল্পের মোট আয়	খ. প্রকল্পের নগদ প্রবাহ
গ. প্রকল্পের ঝুঁকি	ঘ. অর্থের সময় মূল্য

- ৬। ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক কেমন?
 ক. সরল রৈখিক
 গ. সমানুপাতিক
 খ. বিপরীত
 ঘ. কোন সম্পর্ক নেই
- ৭। মুনাফা সর্বাধিকরণের সীমাবদ্ধতা হলো-
 i. মুনাফা অর্জনের সময় বিবেচনা করা হয় না
 ii. নগদ প্রবাহ বিবেচনা করা হয় না
 iii. ব্যয়সমূহ বিবেচনা করা হয় না
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক. i ও ii
 খ. i ও iii
 গ. ii ও iii
 ঘ. i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

- ১। অর্থায়ন কী?
- ২। পারিবারিক অর্থায়ন কী?
- ৩। সরকারি অর্থায়ন কী?
- ৪। ব্যবসায় অর্থায়ন কী?
- ৫। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন কী?
- ৬। আন্তর্জাতিক অর্থায়ন কী?
- ৭। স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কী ?
- ৮। মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত কী?
- ৯। তারল্য ও মুনাফা নীতি কী ?
- ১০। ঝুঁকি-মুনাফা নীতি কী ?
- ১১। বৈচিত্র্যায়ন বা বহুমুখীকরণ নীতি কী ?
- ১২। মুনাফা সর্বাধিকরণ কী ?
- ১৩। সম্পদ সর্বাধিকরণ কী ?
- ১৪। শেয়ারহোল্ডার বলতে কী বুঝায় ?
- ১৫। ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব কী ?
- ১৬। মূলধন কাঠামো কী?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

- ১। তারল্য ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
- ২। পর্যাপ্ত পরিমাণ তারল্যের অভাবে কোন ঝুঁকি সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করুন।
- ৩। একজন ব্যবসায়ী কেন পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করে? ব্যাখ্যা করুন।
- ৪। মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যে অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করা হয় না ব্যাখ্যা করুন।

- ৫। কোম্পানির মূল লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরণ- ব্যাখ্যা করুন।
- ৬। অর্থায়নে ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।
- ৭। সামষ্টিক অর্থনীতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন দুটি পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে ব্যাখ্যা করুন।
- ৮। মুনাফা সর্বাধিকরণ কেন ফার্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়? ব্যাখ্যা করুন?

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)

১. জনাব বাশার ফুয়াং ফুড কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক। তার নিকট বিনিয়োগের জন্য ২০০,০০০ টাকা রয়েছে। তিনি নিম্নের দুটি প্রকল্পের যে কোন একটিতে বিনিয়োগের চিন্তাভাবনা করছেন। প্রত্যেক প্রকল্পের প্রাথমিক বিনিয়োগ ১,০০,০০০ টাকা। প্রকল্প দুটির আগামী ৫ বছরের নিট মুনাফা নিম্নরূপ:

প্রকল্প	বার্ষিক মুনাফা (টাকায়)					
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট মুনাফা
ক	৬০,০০০	৪০,০০০	৩০,০০০	২০,০০০	১০,০০০	১,৬০,০০০
খ	২০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০	৬৫,০০০	১৬৫,০০০

জনাব বাশার তার প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে জনাব পাশা তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি নতুন মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মেশিনটির আয়ুষ্কাল ২০ বছর।

- ক) ব্যবসায় অর্থায়ন কী?
- খ) ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
- গ) জনাব পাশা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা অর্থায়নের কোন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ) জনাব বাশার যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন তা অর্জন করতে হলে উদ্দীপকের উল্লেখিত দুটি প্রকল্পের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা উচিত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. জনাব শামীম ও জনাব রামীম দু'জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে মাস্টার্স পাস করে দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠানে বড় পদে চাকুরী করেন। জনাব শামীমের প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর ও শুল্ক থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে এর মূখ্য অংশ ব্যয় করা হয়ে থাকে। জনাব রামীম যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন সেখানে তহবিল সংগ্রহে নানান বিচার বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে। ঝুঁকি থাকায় তহবিল ব্যবস্থাপনায় সতর্ক থাকতে হয়। বড় ধরনের ক্ষতি হলে প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হতে পারে এমন ভয়ও তাকে তাড়িত করে।

- ক) অর্থায়ন কী?
- খ) মুনাফা সর্বাধিকরণ কেন ফার্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়? ব্যাখ্যা করুন।
- গ) জনাব শামীমের প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।
- ঘ) জনাব রামীমের প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের স্বরূপ তুলনামূলক বিচারে ঝুঁকিপূর্ণ-বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন।

৩. জনাব আয়ম একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যবস্থাপক তিনি বার্ষিক পরিকল্পনায় আওতায় তার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানসহ কোন উৎস বেশি সুবিধাজনক হবে তা নির্ণয় করেন। অতঃপর যথাসময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। যে কোনো নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমেই সেখানে জমি ক্রয়, দালান নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ দীর্ঘমেয়াদি খরচ কী পরিমাণ করতে হবে তা হিসাবে আনেন। প্রত্যাশিত আয় কী হবে সেগুলোও হিসাবে নিয়ে আসেন। তার আলোকে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

- ক) ব্যবসায় অর্থায়ন কী?
- খ) অর্থায়নে পোর্টফলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি কেন অনুসরণ করা হয়?
- গ) উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী জনাব আয়ম প্রথমত অর্থায়নের কোন কাজ করেন? তা ব্যাখ্যা করুন।
- ঘ) জনাব আয়ম কোনো নতুন প্রকল্প গ্রহণে মূলধন বাজেটিং করেন আপনি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? যদি একমত হন তাহলে আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৪. জনাব হাসান একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। কর্মজীবনে দীর্ঘকাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত ছিলেন। কোম্পানির অন্য ডিরেক্টরগণ প্রতি বছর অর্জিত মুনাফার অধিকাংশ লভ্যাংশ হিসেবে নিতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি চান মুনাফার উল্লেখযোগ্য অংশ সঞ্চিতি তহবিলে জমা থাকুক। সবাই তার মত গ্রহণ করায় এক পর্যায়ে কোম্পানির পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারগণ সবাই খুশি হন।

ক. ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়বদ্ধতা কী?

খ. অর্থায়ন সম্পর্কে জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ. জনাব হাসানের প্রতিষ্ঠানের অন্য পরিচালকগণ অর্থায়নের কোন লক্ষ্য পছন্দ করেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. জনাব হাসান অর্থায়নের যে লক্ষ্য অর্জন করতে চান তা কতটা যথার্থ মূল্যায়ন করুন।

৫. জনাব নীলয় একজন দক্ষ ব্যাংকার। গ্রাহকদের উত্থাপিত চেক যাতে কখনও ফেরত না যায় সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক। সেই সাথে অলস অর্থ যেন ব্যাংকে বেশি জমে না থাকে সে বিষয়েও তিনি সচেতন থাকেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব আশরাফ শেয়ার ব্যবসায়ী। দু'টি ভালো কোম্পানির শেয়ারমূল্য হঠাৎ বাজারে কমে যাওয়ায় আগের অনেক শেয়ার বিক্রয় করে ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি ঐ দু'টি কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন। কিন্তু কোম্পানি দু'টোর শেয়ার মূল্য বাড়ছে না।

ক. সরকারি অর্থায়ন কী?

খ. সম্পদ সর্বোচ্চকরণের নির্দেশক কী? ব্যাখ্যা করুন।

গ. জনাব নীলয় অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. জনাব আশরাফ অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতি ভঙ্গ করায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন আপনি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? যদি একমত হন তাহলে আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৬। স্যামসাং কোম্পানি আন্তর্জাতিক মোবাইল সেট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যথাযথ নিয়মে কোম্পানিটি কার্যক্রম শুরু করে। নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে কোম্পানিটি আর্থিক সংকটে পড়ে। তাই তরা শেয়ার বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. অর্থায়ন কী?

খ. সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কি বুঝায়?

গ. স্যামসাং কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় কোন ধরনের সিদ্ধান্ত? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. স্যামসাং কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত যথার্থ কিনা? মতামত দিন।



উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ :	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ক	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ :	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. গ	৫. গ
	৬. ক				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ :	১. খ	২. গ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. ক
	৬. খ	৭. ঘ			